হ'ল কি!

নূতন নক্সা।

(ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত।)

"লালা গোলোকচাঁদ", "পরিতোষ", "রামকুমার", "যুগল চিত্র",
"শ্মশানে মিলন", "পাষাণ-মূরতি", "কর্ম্ম-কর্ত্তা",
"ভূতের গল্প" ইত্যাদি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

বসু প্রেস,
জি, সি, বসু এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

(এক আনা জাতীয় ধন ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।)

ভ্রাতৃ-পূজা।

——(ঃ*ঃ)——
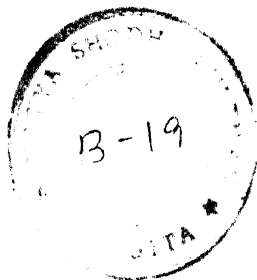
দেবারাধ্যা ভারতমাতার সুপ্তোত্থিত সুযোগ্য সন্তানগণ!

মাতৃ-সেবার জন্য আপনারা অলৌকিক আত্মোৎসর্গ করিয়া যেরূপ মহাপুণ্যবান্ হইয়াছেন, তাহাতে আপনাদের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিলে অতি পাষণ্ডও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে। হৃদয়ের শোণিত দিয়া আপনাদের পদধৌত করিয়া দিতে পারিলে আপনাদের ন্যায় দেবতার যোগ্য পূজা হয়। আমি পাষণ্ড, অকৃতী, ধনহীন। আমার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আপনাদের চরণে অর্পণ করিলাম। আপনাদিগের যোগ্য না হইলেও নিজ নিজ মহত্ত্বগুণে ইহা গ্রহণ করিলে আমি চির কৃতার্থ হইব।

দীনহীন,—মায়ের কুসন্তান

ন্থকার।

বক্তব্য।

অভিনয়ের সৌকার্য্যার্থ এবং মাননীয় পুলিশ কমিশনারের অনুমোদনের জন্য আমার মূল গ্রন্থের কতক স্থানে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমি শয্যাগত থাকায় "ক্লাসিক থিয়েটারের" ম্যানেজার সর্ব্বজনাদৃত শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে সেই সকল স্থান পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। প্রস্তাবনার গানটীও তাঁহারও রচিত। উক্ত থিয়েটারের সুযোগ্য সঙ্গীতশিক্ষক দেবকণ্ঠ বাবু ও নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্দ্রবাবুও অনেক শ্রম স্বীকার করিয়া গানগুলি সুর লয়ে গঠিত করিয়াছেন এবং নূতন নৃত্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন; তজ্জন্য তঁহাদের সকলের নিকটই আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ পুস্তকের যে সকল দোষ আছে, তাহা আমার মূর্খতার ফল। কিন্তু যদি কোথাও কিছুমাত্র মাধুর্য্য বা গুণপনা থাকে, সে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও চিরমান্য ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের শিক্ষকতার গুণে; কারণ আমার লেখার উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

রঙ্গোক্ত পাত্র পাত্রীগণ।

পাত্রগণ।

পদ্মলোচন	পল্লীগ্রামস্থ জনৈক ধীবর।
গৌরহরি	জনৈক কায়স্থ গ্রামবাসী।
নটবর	জনৈক তন্তুবায় ঐ।
শঙ্কর	জনৈক বৈষ্ণব ঐ।
রাজা গবাকান্ত আড্ডি ওরফে রাজাবাবু	উপাধিধারী ধনাঢ্য ব্যক্তি।
প্যাথমচাঁদ	জনৈক গৃহস্থ সন্তান।
মিঃ নেলার	খাঁটি ইংরাজ।
মিঃ রেডক্স	কলিকাতার সংবাদপত্রের সম্পাদক।

এডিটার, রোঝাদ্বয়, বালকগণ, ভৃত্য, কাপড়ওয়ালা, বিড়িওয়ালাদ্বয়, লোকগণ, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

বিন্দি	পদ্মলোচনের স্ত্রী।
নকড়ী	রাজা গবাকান্তের কন্যা।

পালোয়ানবেশে রমণীগণ, বিড়িওয়ালীদ্বয়, জেলেনীগণ, বেশ্যাগণ, দাসী, কাপড়ওয়ালী ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

——(*)——

গীত।

বল ভাই—“বন্দে মাতরম্।”
চার কোটী ভাই—চার কোটী বোন্
আমরা কি কেউ কম্ ॥
দেশ জুড়ে যে ঢেউ উঠেছে,
দেখে সবার তাক্ লেগেছে.
ছেলে বুড়ো সব মেতেছে,—বুঝছো ব্যাপার কি রকম্?
বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গলা মাটী,
এখন মোদের লাগ্‌ছে খাঁটী.
বাঙ্গলা ধুতি পরিপাটী. বিলাতি চাল্ দাও খতম্ ॥
বুটের ঠোকর আর কেন খাও,
চাকরীতে ভাই ইস্তফা দাও,—
দিন পেয়েছ ঠিক বুঝে নাও,
যে যার কাজে রেখ থম্ ॥
সময় গেলে জুড়িয়ে না যায়,
সাহেব গুলো হাস্‌তে না পায়,
এমনি চালে যেন চলে, স্বদেশী ঢেউ রম্ রমারম্ ॥

———

হ'ল কি!

(নূতন নক্‌সা)

প্রথম দৃশ্য।

—o—

গ্রাম্য পথ।

(গৌরহরি ও নটবর।)

গৌর। কোথায় হে? ব্যাগ্‌ট্যাগ্‌ নিয়ে, চাকুরে বাবুটীর মত চলেছ কোথা?

নট। চলেছি কল্‌কেতায়।

গৌর। অপরাধ?

নট। আর তো দেশে বসে বসে খেলে চলে না। কল্‌কেতায় যাচ্চি, যদি একটা চাকুরি বাকুরি মেলে।

গৌর। চাক্‌রি!—কেন, তুমি তো চাষ বাষ করছিলে?

নট। ও পোষায় না ভাই। কিছু ঠিক নেই। আকাশে জল টল হ'ল ত দু এক পয়সা পাওয়া গেল, নইলে কেবল কর্ম্ম ভোগই সার।

গৌর। ওতে ও পোষাল না? ছিলে তাঁতির ছেলে তাঁত; ছেড়ে হ'লে চাষা। এখন একবারে খাসা কেরাণী বাবু হবে?

নট। কি করি বল?

গৌর। তা ক'রবে আর কি! যখন কিছুতে সুবিধে ক'রতে পারলে না, তখন পেট্‌টাতো এক রকম ক'রে চালাতে হবে, তা যাবে বৈ কি!

নট। সুতরাং।

গৌর। সুতরাং তো বটেই!—তা বিদ্যাসাধ্যি তোমার আমার কাছে তো আর ছাপান নেই, তাতে চাকৃরীই বা করবে কি?

নট। তা সরকারি মরকারি যা হয় ক'রবো।—আট দশ টাকা কি আর জুট্‌বে না? দু একশো টাকা জমা রাখ্‌তে হয়, তাও রাখ্‌বো।

গৌর। আল্‌বাৎ!—তা, সেখানে বাসা ক'রে থাকৃতে হবে ত? তাতেই যে তোমার ও আট দশ টাকা বাস্‌ হ'য়ে যাবে। বাড়ী থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু আমদানী না করালে সব খরচ কুলিয়ে উঠ্‌বে না।

নট। তা কি ক'রবো? ম্যালেরিয়ার জ্বালায় তো দেশে ট্যাঁকবার যো নেই!

গৌর। ম্যালেরিয়ার বড় অপরাধ!—যখন তুমি হেন তাঁতির ছেলে, দেশ ফেলে চলেছ কল্‌কেতায়, তখন একটু মাথাধরা

যারা, তারাতো সেথাকার বনিয়াদি হয়ে দাঁড়াচ্চে।—বলি, বন বাদাড় গুলো তো সঙ্গে সঙ্গে যাচ্চে না। লোকাভাবে, অতদারকে তারা মুরুব্বিহীন বয়াটে ছেলের মত ধিঙ্গী হ'য়ে দাঁড়াচ্চে। নালা নরদমাগুলো ভরে উঠ্‌ছে। বর্ষার জল যেখানে দাঁড়াচ্চে, সেইখানেই মৌরোষ নিচ্চে। পাটের দৌলতে ডোবা ডাবা পচা জলে ভরা।—পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কর্‌বার লোক নেই।—বাবুরা সব কল্‌কেতাবাসী!—সেই জল লোকে পান করছে। তাতেই স্নান করছে।—এ হেন অবস্থায়, ম্যালেরিয়া প্রভু যদি গরীব প্রজাদের ঘাড়ে চেপে বসেন, তাঁকে ত বড় দোষ দেওয়া যায় না। —তোমরা সবাই যদি একে একে কল্‌কেতায় না রওনা হ'তে, তাহলে দেশের এ অবস্থা কি ঘট্‌তো?—তা, বলি কি, ঘরের খেয়ে কল্‌কেতার মোষ না তাড়িয়ে দেশের বনগুলো কেন কাটাও না? তাহ'লে তুমিও একটা কায পাও, আর দেশের লোকেও বাঁচে।

নট। অত খাটুনি পোষায় না।—চাক্‌রীতে কোন ঝক্কি নেই,—সকালো সকালো দুটো খেয়ে বেরুলুম আবার সূর্য্যি ডুব্‌তেই ফিরলুম। মাস গেলেই মাইনেটী পেলুম—বাস্।

গৌর। খালি বাস্ নয় চাঁদ! জুতোর ঠোক্কোরও সইতে হয়।—তা মাস মাইনে পেলেই যদি সন্তুষ্ট হও, তাহ'লে নিজে না কর, আমার চাষ বায একটু দেখ, আমি তোমায় মাসে আট দশ টাকা ক'রে দেব।

নট। সে দুপুর রোদ্দুরে, অত খাটুনি আমার পোষাবে না।

গৌর। একান্তই যদি যাও, চাক্‌রী ক'রে কায কি? কল্‌কেতার

কাছে আজবসহর আছে, সেখানে টাকা উড়ছে, বাগিয়ে জাল ফেল্‌তে পার্‌লেই আণ্ডিল !

নট। চাক্‌রী ভিন্ন আমার কিছু পোষাবে না।

গৌর। তাহ'লে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের হাওয়া খাবার সখ হয়েছে।—হ্যা দেখ ! টানা পাখার হাওয়া খেয়েই সবার পরকাল ঝরঝরে হয়েছে ; ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের হাওয়া খেলে, গরীবের ছেলে, সবংশে মারা যাবে।

নট। তুমি যা ভাল বোঝ কর ; আমি যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি।

গৌর। এই যাত্রায়ই তোমার গঙ্গাযাত্রা হবে।

নট। তুমি কি রকম লোক ! শুভকার্য্যে যাচ্চি, অমন যাচ্ছেতাই বলছ ?

গৌর। যাচ্ছেতাই কেন বল্‌ব চাঁদ ! তোমাদের চাক্‌রীর যাত্রায় দেশের যে গঙ্গাযাত্রা হয়েছে, তা দেখ্‌ছো না ?

নট। দেশ উচ্ছন্ন যাক্‌ না ; তাতে আমার কি ? তোমার সঙ্গে কথা কইতে নেই। আমি চল্লেম। (প্রস্থান।)

গৌর। যাও গোল্লায় ! নিজেরাও গেলে ; দেশটাকেও খেলে। দূর হোক্‌গে !—আমিই বা লোকের অপ্রিয় হ'য়ে মরি কেন ? ও কথায়ই আর থাক্‌ব না। (প্রস্থান।)

(জানস্কন্ধে পদ্মলোচনের প্রবেশ।)

পদ্ম। বটে ! এমন না কি ! (স্বগত) শুন্‌ছি কল্‌কেতার কাছে আজব[illegible] [illegible] খানে ট্যাকা উড়ছে। বাগিয়ে জাল ফ্যালাতে প[illegible] [illegible]ল !—তাই লোকে কল্‌কেতায় ছোটে বটে [illegible] হ'ল। দেশে থেকেতো আর পেট চলে না [illegible], তা পেট চালায় কে ?

মরুক গে!—ট্যাঁকে তো পাঁচ সিকে মজুত; পথ খরচা চলে যাবে।—যাই কলকেতায়, কাছেই তো!—তারপর সেখানে গিয়েই আণ্ডিল!—জেলের ছাবাল আমি, বাগিয়ে জাল ফ্যালাতে ত আর আমায় কারুরে শিকুতে হবেনি।—তা ঘরে একবার দ্যাখাটা করে যাব নি?—মরুক গে! হালে ছুঁড়ী বিয়া করেছি; সে খুজে খুজ সারা হবে।—একবারে ভোল না ফিরিয়ে দ্যাশে ফিরবো।—আগুতে বিলেতি—মরুগ গো!—বিলেতিই মুখে বারায়!—চক্‌চকে জুতো পায় চড়িয়ে,—গায়ে একটা পিরাণ এঁটে—বাবু না সেজে—তবে দ্যাশে ফিরবো।—মানুষটা গেল কোয়ানে? (উচ্চৈঃ স্বরে) বলি ওগো!—ওগো মহাশয়! তোমার সাথে মুই কল্‌কেতায় যাব!—রা কারে না যে গো! আগুইতে হ'ল।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

(পালোয়ানি বেশে রমণীগণ।)

গীত।

আমরা সব "স্যাণ্ডো" হব, রবনা অবলা নারী।
রব না অন্দরে বাঁধা, দেশের রাখ্‌ব খবরদারি॥
"চিংড়ী" খেয়ে "চ্যাংড়া" মত চ্যাঁচাচ্চে সবাই,
ভুল্‌ছে না তায় "সাদা মুখো" আশা ভরসা নাই;
(আমরা) "ডাম্বেল" ভেঁজে, "ডন" ফেলে
আজ হব বীরা নারী॥

তেমন অরি যেথায় পাব,
তাল ঠুকে সব লেগে যাব,
কেমন মজা টের পাওয়াব
খেলব লাঠি, তরবারি ॥
দেশে থেকে নাইকো মান,
যাব সব "বিলেত" "জাপান"
শিখে এসে "শিল্প" "বিজ্ঞান"
ভাঙ্গবো সব জারি জুরি ॥
(সকলের প্রস্থান ।)

(অপর দিক হইতে জাল স্কন্ধে পদ্মলোচনের প্রবেশ ।)

পদ্ম । (নেপথ্যের প্রতি দেখিয়া) এ হে হে হে !—বড্ডাই পালিয়েছে । ধাঁ করে চাপা দিয়ে ফ্যালালে ধরা পড়ে যেতক ।—কল্‌কেতায় অনেক জিগ্যেসে করে এ আজবসহরের ঠিকানাটি করেছি ।—এনারাই সেই পরীর বাচ্ছা !—এ ঝাঁক পাক্‌ড়াও কর্‌তে পারলি, ট্যাকার আণ্ডিল হওয়া যেতক !—জেলের বরাতে সেই কাঁচকলা ভাতে, আর পুঁই চড়চড়ী ! এখন এইখান্‌কে দু এক ক্ষেপ মারা যাক্‌, যদিহু একটা ট্যাকা পড়ে যায় । (জাল ক্ষেপণ ।)

(প্যাথনচাঁদের প্রবেশ ।)

প্যাথ । তা হবে না । কিছুতেই হবে না । প্রাণ থাক্‌তে হবে না । কল্‌জের এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌তে হবে না ।—আমার নক্‌ড়ীর আর এক জনের সঙ্গে বে হবে ?—ছেলে বেলায় এক ইস্কুলে পড়তুম ; দুটীতে হলাহলি গলাগলি,—সে আমার জন্য মরে ; আমি তার জন্য মরি ।—আজ তার বাপ্ রাজা খেতাব পেয়েছে বলে, আমায় গরীবের ছেলে ঠাউরে হুট্ আউট্ ক'রে দেবে !—তা কখনই হবে না ।—ধর্ম্ম আছে বাবা ! ধর্ম্ম আছে !—পরশু দিন জোর করে বিয়ে দেব বলে সব ঠিক্ ঠাক্

করেছিল, সেদিন সকালেই মেয়েটী পাগল হ'য়ে গেল।—একবারে উন্মাদ পাগল!—ভাল রে ভাল! এ আবার কে? ড্যাঙ্গায় জাল ফেল্‌ছে!—পাগল নাকি!—ও হে বাপু! ড্যাঙ্গায় ও কি ধর্‌ছো?

পদ্ম। আছে গো!

প্যাখ। কি আছে বাপু?

পদ্ম। বস্‌! তোমারে শিখুইয়ে দি, আর তোমাদের চোখ্ ফুটে যাক্!—মোরে হাবা তাঁতি পালে বটে!—মুই জেলের ছাওয়াল।

প্যাখ। (স্বগত) এই ব্যাটাকে দিয়ে একটা চাল চালা যাক্। নক্‌ড়ী যে পাগল হয়েছে, কেবল আমার তার বাড়ী ঢোকা বন্ধ হয়েছে বলে। এই জেলের ছেলেটাকে রোঝা সাজিয়ে রাজা ব্যাটার বাড়ীতে পাঠান যাক্। দুটো একটা কথা শিখিয়ে দি, নক্‌ড়ীর কানে কানে গিয়ে বল্‌বে, আর ফুস্ মন্তোরে তার পাগ্‌লামি ছুটে যাবে। (প্রকাশ্যে) ওহে বাপু! কিছু রোজ্‌গার করবে?

পদ্ম। তুমি দিবেক নাকি? অমনি বেঁচে থাক কর্ত্তা!

প্যাখ। না হে না; একবারে থোক পাঁচ হাজার। আর এখনি কিছু বায়নাও পেতে পার।

পদ্ম। বটে! তা হলে তো ভালই হয় গো কর্ত্তা!—ভাবটী কি বলেন তো?

প্যাখখ। তুমি আর কখন কল্‌কেতায় এসেছ?

পদ্ম। না কর্ত্তা।

প্যাখ। জোড়াসাঁকো বলে একটা জায়গা আছে জান?

পদ্ম। আরে বলেছিতো, এই মুই পাইলে কলকেত্তাকে আসছি; ও জোড়াসাঁকো কি এক সাঁকো কিছুই জানি না।

প্যাখ। আচ্ছা, আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে তফাৎ থেকে বাড়ী দেখিয়ে দিচ্চি চল। সেই বাড়ীর বাবু রাজা খেতাব পেয়েছে। তার একটী নক্‌ড়ী বলে মেয়ে আছে,

সে মেয়েটী পাগল হ'য়ে গেছে। তুমি রোঝা সেজে গিয়ে মেয়েটীকে আরাম করে পাঁচটী হাজার টাকার তোড়া নিয়ে বেরিয়ে আস্‌বে।

পদ্ম। মুই ক্যামন ক'রে আরাম কর্‌বো গো ! মুই রোঝাও নই, ভোজাও নই,—মুই জেলের ছাওয়াল।

প্যাখ। আমি তোমায় মন্তোর বাৎলে দিচ্চি, তুমি ঘাব্‌ড়াচ্চো কেন ? এখানে আর দাঁড়িয়ে কি হবে ? আমারতো বাড়ী দেখাতে তোমার সঙ্গে যেতেই হচ্চে, পথে যেতে যেতে তোমায় যা বল্‌তে হবে, কর্‌তে হবে, শিখিয়ে দিচ্চি চল। এই নাও পাঁচ হাজারের আপাততঃ পাঁচ টাকা বায়না নও।

পদ্ম। (কাপড়ের খোঁটে টাকা বাঁধিতে বাঁধিতে স্বগত) এ আজবসহরে ট্যাকা উড়ছেই বটে ! বাগিয়ে জাল ফ্যালালেই একবারে আণ্ডিল !—এ দ্যাশের নোকগুণো সব আহাম্মকের ধাড়ী রে !—ছ্ পাঁচ হাজার একটু মাথা খ্যালালেই রোজগার করা যায়। এইবারে দ্যাশে না গিয়ে, কারুর সাথে রা কার্‌বো না।

প্যাখ। ভাবছো কি ? এস।—মেয়েটীকে পিরীত পেরেতে পেয়েছে।

পদ্ম। চল কর্ত্তা চল। রঙ্গা, রজাই সঁই। (সুর করিয়া) "সাধিলে না কথা কব, নয়ান ফিরায়ে লব।"

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

—:০:—

গ্রাম্য পথ।

(বিন্দি ও জেলেনীগণ।)

বিন্দি। তাইতো দিদি ! করি কি ? খুঁজি কোথায় ?—মিন্‌সে জাল কাঁধে ক'রে কাল সকাল বেলায় কোথায় ছট্‌কে বেরিয়ে পড়্‌লো, রইলো কি মরলো তাতো বুঝ্‌ছি না।

১ম জেলেনী। দ্যাখ্ দেখি বাপু! পদ্মলোচনের কি অন্যায়। তাই কোথাও বেড়াতে গিয়ে থাকিস্, বিন্দিকে একবার ব'লে গেলেই হ'ত তো! বিটি ছানাটা কেঁদে কেঁদে মর্ছে।

গীত।

বিন্দি—মোদের কত্তাটী—আগো মোদের কত্তাটী ?
জেলিনীগণ—আহা তার কাঁচা বয়েস,
যেন সে বোকা "ময়েশ."
চড়্‌লে গালেতে তার, বারায় নাকো রা।
বিন্দি—কাছ ছাড়া নয় দিনে রেতে,
দেয় না মোরে হট্‌কে যেতে,
কেবল বলে খেতে শুতে
"আমার কেউ নাইক মা।"
মোদের কত্তাটী—আগো মোদের কত্তাটী ॥

(গৌরহরির প্রবেশ।)

গৌর। জেলে বৌ না!—তোরা এমন ক'রে কি খুঁজচিস্

বিন্দি। গীত।

মোদের কত্তাটী ?—আগো মোদের কত্তাটী ?
(আহা) দু'টো দিন তার নাইক দেখা,
দায় হলো গো পরাণ রাখা,
আন্‌গো বৃন্দে প্রাণ সখা.
বিরহ যে সয় না ॥

গৌর। আরে মোলো মাগী! আমায় বৃন্দে পেলি নাকি ? তা পদ্মলোচনকে খুঁজচিস্ তো ? আমার বোধ হয়, তাঁতিদের নটবরের সঙ্গে কল্‌কেতার কাছে আজবসহরে গেছে। নটবরের ঠিকানা জেনে কল্‌কেতায় খোঁজ ক'র্‌গে। সে

ভূতের দেশে গরীবের ছেলে মারা যাবে। আমিও বীজ কিন্‌তে চেৎলার হাটে যাচ্চি; খোঁজ করতে পারিতো পাঠিয়ে দেব। (প্রস্থান।)

জেলেনীগণ। তাই চ, তাঁতি বাড়ী যাই চ।

বিন্দি। গীত।

মোদের কত্তাটী—আগো মোদের কত্তাটী।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

——(:*:)——

রাস্তা।

(ধনুর্ব্বাণ লইয়া বালকগণের প্রবেশ।)

(নৃত্য ও গীত।)

ফুট্‌বল্ আর ক্রিকেট্ টেনিস্
আর আমরা খেল্‌ব না।
বিলাতী বুজরুকি দেখে, আর আমরা ভুলব না।
ধনুক টেনে বাড়বে ছাতি,
তীরের ঘায়ে ম'রবে হাতি
ম্যাচের সময় ইউনিফরম—তার ধুয়ো আর তুলব না।
খেলব 'হাডু' ছেল্‌কপাটী;
নানা প্যাঁচে খেল্‌ব লাঠী,
পাবার আশে বিলাতী আদর,
পরেশপাথর ফেল্‌ব না॥

(দ্রুতবেগে পদ্মলোচনের প্রবেশ ও বালকদিগের মধ্যে পতন।)

পদ্ম। (উচ্চৈঃস্বরে) গেছি গো! একাবারে গেছি গো!

বালকগণ। শত্রু! তীরের ঘায়ে এস একে সমন সদনে প্রেরণ করি। (তীর মারিবার উদ্যম।)

পদ্ম। রগ্ বাঁচিয়ে,—রগ্ বাঁচিয়ে! ওরে বাবা! আমি বঙ্গে মাতারাং রে বাবা!

১ম বালক। ভ্রাতৃবধ ক'র না।—এ শত্রু নয়।

২য় বালক। (পদ্মলোচনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে উত্তোলন করতঃ) কোন ভয় নেই। (অপর বালকদিগের প্রতি) আজ সব কল্‌কেতার টাউন হলে মিটিং শুন্‌তে যেতে হবে। একবার সবাই বল "বন্দে মাতরম্।"

বালকগণ। বন্দে মাতরম্! (প্রস্থান।)

পদ্ম। ভাগ্যে কথাটা শিখেছ্যানু, তাই এ যাত্রায় রক্ষে পেয়ে গেনু, না হ'লে বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ্যালরে বাবা! প্যাথমচাঁদ কর্ত্তা গেলেন কোথাকে? মোরে গড়ের মাঠ দ্যাথায়ে রাজাবাবুর বাড়ী রোজা সাজায়ে ঢুকায়ে দেবেন কইলেন, তারপর চা খাতি কোন্ দোকানে ঢুক্‌লেন। এখন মুই খুঁজি কোথাকে?—ও প্যাথমচাঁদ বাবু!—হ্যাদে! ওগো প্যাথমচাঁদ বাবু! (প্রস্থান।)

নেপথ্যে। বন্দে মাতরম্!—বন্দে মাতরম্!

(বিড়িওয়ালা ও বিড়িওয়ালীগণের প্রবেশ।)

সকলে। গীত।

(বাবু) বিড়ি চাই—বিড়ি চাই।
চন্দনের গুঁড়া দেওয়া—মেকার বোম্বাই ॥
গোল্লায় যাবার ওপন্ গেট্, যত ছিল সিগারেট্;—
"মটর" "ট্যাব" "পিনহেড" "টপ" "বার্ডসাই"
ল্যাভেণ্ডিস্ যত ছেলে, সন্দেশ মিঠাই ফেলে,
আফিমের ছিটে দেওয়া কাগজের ধোঁয়া খাই,

সবে ড্যাম্ গ্ল্যাড্ হ'ত, হাতে হাতে মোক্ষ পেত
যক্ষারূপী সিগারেট্—ঘুচেছে বালাই ।
বিড়ি চাই—বিড়ি চাই—বিড়ি চাই ॥

(সকলের প্রস্থান ।)

নেপথ্যে । বন্দে মাতরম্ !

(নেলার সাহেবের প্রবেশ ।)

নেলার । That's it boys, that's it ! some of the Dailies denounce these Natives of India and say they are strangers to Unity and fellow-feeling. Those liars even declare that they have no love for their mother country. But lo ! what a sight ! These young enthusiasts singing and singing on their National anthem. God bless them ! God bless poor India, the prospects of whose children lie at our mercy.

নেপথ্যে । বন্দে মাতরম্ !

(রেডক্স সাহেবের প্রবেশ ।)

রেডক্স । Police ! Police ! Hang these rascals, mutineers as they are !

নেলার । Hallo ! what's the matter ! what do you call the Police for ?

রেডক্স । What do I call the Police for ? are you deaf ? Don't these bloody howlings reach your ears ? In another hour these rascals will get up a mutiny ! Have you not heard of their Federation Hall, where they meet for the purpose ?

নেলার । Ha ! Ha ! mutiny indeed ! Do you hail from the Insane Assylum ? who and what are you ?

রেডক্স । Why, I am an Englishman and a Journalist as you see.

নেলার । Journalist indeed ! a journalist you may be, but an Englishman you can never be.

রেডক্স। But these rascals—

নেলার। Shut up! If you are not mad, surely you are a hysteric!

রেডক্স। I see you are a born Englishman, sir! But won't you please punish these rascals—these—

নেলার। Shut up I say! will you? Had you been amongst true Englishmen, I lay a bet twenty to one, you would surely have been flogged flat! Kintal as you are, don't boast of British blood! But go straight to your dirty hovel, if you care a penny for your wretched life. India is your mother land too! You also should join these youngsters in this Swadeshi movement, if you care to act wisely.

(প্রস্থান)

রেডক্স: You shall have to rue the day, my dear friend and I will throw my gauntlet to you one day! soon you shall feel what it is to insult an anglo-Indian Editor.

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

বিডন উদ্যানের সম্মুখস্থ পথ।

বেশ্যাগণ

গীত।

রুষ্ট যত দুষ্টলোক তাই কষ্ট পেয়েছি।
বাবুদের খেয়াল বশে, নানাস্থানি হয়েছি।
টুঁড়ে টুঁড়ে 'হাতিবাগান'
নিয়েছি টোলের বিধান,
(ও সেই) 'নবদ্বীপ' সবার প্রধান,
তাদের বিধান পেয়েছি।

আগে মোরা 'বৈশ্য' ছিলাম, (বুঝ্‌লেগা)
পতিত হ'য়ে 'বেশ্যা' হলাম,
(এই দেখ) সংস্কারের তরে তাই সবাই পৈতে
নিয়েছি।

১ম বেঃ। ভগ্নীগণ! আজ কাল দেশী জিনিষের আবার আদর হচ্চে, সেকেলে সমস্ত জিনিষ আবার সভ্যতার মধ্যে স্থান পাচ্চে। "সাড়ে বত্রিশ ভাজা" গিয়ে, আবার সাবেক "মটর ভাজার" পশার বাড়ছে। তবে আমরা—যাদের দরজার মাটী না হ'লে দুর্গার মুখ হয় না,—যারা সেই দেবাদিদেব মহাদেবের আমল থেকে চলে আসছি,—যারা না থাক্‌লে গৃহস্থ পরিবার মধ্যে পাপের বৃদ্ধি হত,—সেই আমরা—আজ কেন সভ্যদের মধ্যে স্থান পাব না?

২য় বেঃ। এ্যাজিটেশন কর। টাউনহলে মিটিং কর। এই ঘোর আন্দোলনের দিনে, মিটিং কর, বক্তৃতা কর। যে সব বড় লোকের আমাদের কাছে আসা যাওয়া আছে, তাদের ধরে লেক্‌চার দেওয়াও, তা হ'লে অবশ্য কাজ হ'বে।

সকলে। কাজ হবে, কাজ হবে, এখনি চল। অবশ্য কাজ হবে।

(প্রস্থান।)

(শঙ্কর ও এডিটারের প্রবেশ।)

এডিঃ। নুনটা চিনিটা, এ ত সহজেই পার।

শঙ্ক। দু পয়সার নূণ চিনি কিনে দেশের ভারি উপকার হবে। তোমরা যেমন সব গুলে, খালি গোল করে বেড়াচ্চ। নারায়ণ!

এডিঃ। ঐ দু পয়সা ক'রেই এই নূণ আর চিনিতে এক রাশ টাকা বিলেত যায়। সেইটে বাঁচাতে পার্‌লে, দেশে অনেক টাকা বেঁচে যাবে। আর এই রকম সামান্য সামান্য জিনিষ নিয়ে আরম্ভ করলে, তোমাদের গায়েও লাগবে না, অথচ একটু একটু করে স্বদেশানুরাগ বাড়বে।

শঙ্ক। ও দেশ ফেস ভাল বুঝিনি ভাই। তোমরা গুলে মানুষ,

গোল করগে। আমাদের নিয়ে কেন দাদা!—নারায়ণ!

এডিঃ। নারায়ণ! নারায়ণ! যে কর্‌ছো, হিন্দুয়াণি বজায় রাখ্‌তে পেরেছ?

শঙ্ক! কি! হিন্দুয়ানি রাখ্‌তে পারিনি? এত বড় কথা বল? নারায়ণ!

এডিঃ। কথাটা আগে তলিয়ে বোঝ, তার পর চোটো। নুণ, চিনি, অত সাদা হয় কিসে তা জান?

শঙ্ক। মেম সায়েবদের সাদা হাতের গুণে!—নারায়ণ!

এডিঃ। মেমসাহেবদের নয়। ভগবতীর গুণে।

শঙ্ক। কথাই তো তাই। মা জগদম্বা কৃপা না করলে কি ওঁরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এখানে রাজত্বি করতে আসতে পারেন!—নারাণ!

এডিঃ। মা জগদম্বা নয়। মা হাম্বা।

শঙ্ক। হাম্বা কি?

এডিঃ। সোর গরুর হাড় দিয়ে সাফ করে, তাই অমন্ ধপ্‌ধপে হয়; মেম্ সাহেবদের হাতের গুণে নয়।

শঙ্ক। বলিস কি?—বলিস্ কি?—এত অনাচার!—নারায়ণ রক্ষা কর।

এডিঃ। কেমন? আর বিলাতি নুন, চিনি খাবে?

শঙ্ক। অজান্তে খেয়েছি কি করবো। কিন্তু এখন জেনে শুনে আর কি ক'রে খাই? জ্ঞানকৃত পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নেই! তা দেশী জিনিষেই যে হাড় নেই, তাই বা কে বল্‌তে পারে?

এডিঃ। জানা কথা; তাই দেশী নুন চিনি সফেদ হয় না।

শঙ্ক। ও সফেদের মুখে ঝাড়ু মারি। আমার দেশী সুখে থাক। পয়সা বেসি যায় তাও সই—নারায়ণ!

এডিঃ। কাপড় তুমি একবার দেশী কিনে দেখ।

শঙ্ক। ওতেত আর হাড় নেই। গরীব মানুষ অমনি কুলিয়ে উঠতে পারি নি, অত পয়সা দিয়ে দেশী কাপড় কি ক'রে কিনি বল?

এডিঃ। অত পয়সা কি বল্‌ছো? দেশী মিলের রকম বেরকমের

পাড় উঠেছে, একবার কিনে দেখ। দাম বিলাতির চেয়ে অতি সামান্য বেসি। বিলাতি কাপড় যদি ছ মাস যায় এ কাপড় একটী বছর টেঁকবে।

শঙ্ক। বটে! তবে কথা কি জান, দাম বেশীতো পড়ছে ?

এডিঃ। কত বেশী ? জোড়া করা বড় জোর তিন চার গণ্ডা পেয়সা বেশী।

শঙ্ক। তা হলেইতো হল দাদা! ৮ জোড়া কাপড় কিন্‌তে হলে কত বেসি গেল বল দেখি! ছাঁ পোষা লোক! পারি কোত্থেকে বল ? তা এক কর্ম্ম কর না কেন ? দেশে অনেক চাঁদা উঠ্‌ছে তো ? তাই থেকে কিছু কিছু সয়ে, বাজার দামটা বিলাতির সমান রাখাও না কেন ?

এডিঃ। মন্দকথা নয়; আচ্ছা আজই মিটিংএ একথা তুল্‌ছি।—

শঙ্ক। তা যদি হয় তাহ'লে আর কথাটী নেই!—আমাদের দেশের জিনিষ আমরা যদি না ব্যবহার করি, ত কে করবে ? নারায়ণ!—তা যেন হল। স্বদেশী স্বদেশী যে করে বেড়াচ্ছ!—স্বদেশী খালি কি গরীবের বেলায়!—এই পূজার সময় মহামায়ীর সামনে কত লোক যে সাহেবদের কত অখাদ্য খাওয়ালে তার কি কল্লে ?

এডিঃ। তারাই কি বাদ যাবে ? সকল বিষয়েই বড়লোকের আগে সংযম চাই। তাদের দেখেইতো লোকে শিখ্‌বে। তার জোগাড় হচ্চে। তারা সমাজে বিশেষরূপে যাতে লাঞ্ছিত হয়, তার ব্যবস্থা হচ্চে।

শঙ্ক। তা হলে ভাল। এমনি যদি সব বিষয় হয় তবে দেশের মঙ্গল ঘটে। তা এখন আসি। একবার জোড়াসাঁকোর রাজা বাবুর বাড়ী যেতে হচ্চে। তাঁর মেয়েকে নাকি ভূতে পেয়েছে; হুলস্থূল পড়ে গেছে।

এডিঃ। বটে! চল না আমিও দেখে আসি, এবারে আর আর্টিকেলের ভাবনা ভাবতে হবে না।

(উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

রাজাবাবুর বাটীর দরদালান।

(রণসাজে নকৃড়ী, রোঝাদ্বয়, রাজাবাবু ও দাসী।)

নকৃ। বীরের ন্যায় আস্ফালন করিতে করিতে)

বীর প্রসবিনী বীরের জননী,

শক্রপদভার কি হেতু স'বে ?

ধরে ধনুর্ব্বাণ, হও আগুয়ান,

ভাই ভগ্নী মিলে এস রে সবে।

১ম রোঝা। (নকৃড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে) মনসা গাছে কাঁকুড় ফল, খাঁটি দুধে কলের জল ; কিঙ্কিন্দির পো, সাগর পারে থো। আঃ—ফুঃ। (ফুৎকার।)

দাসী। হায়! হায়! কি হবেক গো! নকৃড়ী যে আমার হাতে মানুষ গো! এত রোঝা কেউ কিছু করতে পারছে না ?

২য় রোঝা। (ঘুরিতে ২) বেরো চট্‌পট্‌, নইলে খাবি তাই পটা-
পট্‌ ;—আঃ—ফুঃ। (ফুৎকার।)

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। একজন মস্ত জেলে রোঝা এসেছে রাজা মশাই, বলে
রাজকুমারীকে—

রাজা। জেলে জেলেই সইরে ব্যাটা, যাকে হয় নিয়ে আয়।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

নক্। যত ছিল ধন, করেছে হরণ,
তস্কর প্রবেশি ঘরের ভিতরে।
মনুষ্যত্ব যাহা, হারায়েছি তাহা,
এ দেহ বহিব কিসের তরে ?

(ভৃত্যের সহিত পদ্মলোচনের প্রবেশ।)

গিয়াছে প্রতাপ, শিবজী তো নাই,
বীরশূন্য ধরা, আঁধার ভুবন।
কে দিবে পরাণ কে রাখিবে মান, "
বাঁধি বুক বল, কে করিবে রণ ?

রাজা। শিবজী প্রতাপ নেই, তা তোর বাবার কি ? (পদ্ম-
লোচনের প্রতি) দেখ্‌ছো গা ! পেরে উঠবে ? না এ
ব্যাটাদের মতন কেবল ধাষ্টামি করবে ?

১ম রোঝা। আমরা সরষে পড়া দিয়ে—

রাজা। চোপরাও ব্যাটা ! (পদ্মলোচনের প্রতি) রণমূর্ত্তি দেখ্‌ছো,
বাগাতে পারবে ?

পদ্ম। ঐ যে কি রোসো জাপানের নুড়ুই হয়ে গেল, এ তারই

কোন নড়ায়ে ভূতে পেয়েছে, তাই এমন তির্‌বিরুচ্চে—পাঁচ হাজার ট্যাকার কমে হবে নি।

রাজা। পারলুম্‌না বাবা! পাৎলা হও।

পদ্ম। লাচার। (প্রস্থানোদ্যত।)

নক্‌। (লাফাইতে ২ তীর ছুঁড়িয়া)

সম্মুখেতে অরি, কোথা খুঁজে মরি,
মারি কিম্বা মরি, করিব সমর।
ত্যজিলাম বাণ, ত্যজরে পরাণ,
থাক বেঁচে দেখি যদ্যপি অমর॥

(পুনঃ পুনঃ বাণ ত্যাগ।)

রোঝাগণ। বাবা রে। গেলুম রে। খ্যাংরা কাটী ফুটে মলুম রে।

[পলায়ন।

দাসী। অ নেক্‌ড়ী ক্ষ্যামা দে। অরে অ নক্‌ড়ী গেলুম রে মা।

[পলায়ন।

রাজা। গেলুম। আর সয় না।—রোঝা। দু হাজার।

পদ্ম। তাতে পান্নু নি, তবে আসি মুশায়।

রাজা। ওরে বাবারে, গেছিরে গেছিরে।—রোঝা! পাঁচ হাজারেই রাজী শীগ্‌গীর।

পদ্ম। ট্যাকা হাতে চাই।

রাজা। তুমি ঝাড়তে থাক, আমি আন্‌ছি।

পদ্ম। কিন্তু একটা কথা। ভূত মুই ছাড়ায়ে দিচ্ছি; কিন্তু তার পর যা বলে দিমু, তা মশাইকে শুন্‌তি হবে, নইলে আবার ঘাড়ে ভূত চাপ্‌বে।

রাজা। যা বল্‌বি, তাই শুনবো রে বাবা, তুই ভূত ছাড়া।

নক। ত্নম্ দাম্, ছাড় অগ্নিবাণ,
মরুক্ অরাতি যত,
দেখুক ভুবন, আছে কোন জন,
ভারত বীরার মত॥ (পিস্তলের আওয়াজ করণ।)

পদ্ম। ও গো গিন্নী ! তোমার প্যাথমচাঁদ বাবু মোরে পাঠায়েছে, মুই রোঝা হয়ে আস্‌ছি। তোমার রাজা বাবারে মুই যা বল্‌বো তাই শুন্‌বে। তোমার সাথে প্যাথমচাঁদ বাবুর বিয়া দেওয়াব। তোমারে পিরীত পেরেতে পাইছে, তা আমি শুন্‌ছি। এখন চিপ করে মূর্চ্ছা যাও, ভূতের হাতে ছাড়ান পাও।

নক্। কি বল্লে ? কি বল্লে ? তোমায় প্যাথমচাঁদ পাঠিয়েছে ? প্যাথম।—প্যাথম।—আমার সাধের প্যাথম, একবার প্যাথম ধরে এস। (মূর্চ্ছা।)

পদ্ম। আঃ বাঁচলেম। এইবার ভূত ছাড়লো।

নেপথ্যে। বন্দে মাতরম্।

(টাকা লইয়া রাজাবাবুর প্রবেশ।

রাজা। খেলে ব্যাটারা, সব খেলে ! মরতে হয় অন্য কোথাও মরগে না। আমার বাড়ীর কাছে কেন ? কোম্পানীর লোক যদি টের পায়, আমার রাজা খেতাব কেড়ে নেবে, আমার গুষ্টিবর্গকে জেলে দেবে। (অর্থ প্রদান) এই নাও বাবা ! পাঁচ হাজার টাকার নোট। ভূত ছাড়িয়ে দাও বাবা ! যে দমাদম্ শব্দ,—আমি তো গেছি।

পদ্ম। ভূত ছেড়েছে।

রাজা। বটে, বলো কি?—বেঁচে থাক বাবা! এ যে জ্ঞান নেই বাবা।

পদ্ম। ও গেয়ান্ এখুনি হবেক গো!

রাজা। (স্বগতঃ) ছেড়েছে জান্তে পার্‌লে কোন্ সালা টাকা দিত। গলা ধাক্কা দিয়ে বিদেয় কর্‌তুম। মহারাজা হবার জন্য টাকা জমালুন, সে টাকা ভূতে খেলে!

পদ্ম। শোনেন্ রাজাবাবু! ভূত মহারাজের সঙ্গে মোর সাক্ষাৎ হলেন গো! তিনি বল্লে, প্যাথমচাঁদ বাবুর সাথে যদি এনার বিয়ে হয়, তবেই জন্মের মতন তিনি ছাড়বে; নইলে আবার ঘাড়ে চাপ্‌বে, আর বংশশুদ্ধ নোপাট করবে।

রাজা। বটে! বটে! ও বাবা এর ভেতর এত কাণ্ড! আচ্ছা বাবা তাই হবে। ভূত মশাই যখন বলেছেন, তাঁর কথা ঠেলে কার বাবার সাধ্যি। আমি আজই প্যাথমচাঁদকে ডাকাচ্চি। এই যে মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছে।

নেপথ্যে। বন্দে মাতরম্।

রাজা। ঐ আবার, আমাকে সবংশে না খেয়ে ছাড়বে না, বেটারা।

পদ্ম। (স্বগত) এ আবার কি ভূতরে বাবা। (প্রকাশ্যে) মুশয়। ওনারা বঙ্গে মাতারাং বল্‌ছে, তা আপনার গোঁসা ক্যানে?

রাজা। ওরে বাবা। কামানের মুখে দাঁড়াতে পারিস্, তা হ'লে বল্।

পদ্ম। বঙ্গে মাতারাং বলছে, তা কামানের মুখে দাঁড়াতে হবে ক্যানে।

রাজা। তুই বেটাও আরম্ভ করলি? বলতে হয়, রাস্তায় বলগে

যা। আমার এখানে দাঁড়িয়ে আমায় মজাসনি। রাজা টের পেলে সবাইকে এক গাড়ে দেবে।

পদ্ম। ভালরে ভাল, বঙ্গে মাতারাং বলছে তা রাজা এক গাড়ে দেবে ক্যানে।

নক্‌ড়ি। (উঠিয়া) তা বন্দে মাতরম্ বল্লে তুমি চট কেন ?

পদ্ম। বল তো।—বলি বঙ্গে মাতারাং বোল্লে তো রাজার কি ?

রাজা। ওরে সবাই মিলে আরম্ভ করলে রে। ওরে আমায় ফাঁসি দেওয়ালে রে।

[প্রস্থান।

নক্‌ড়ী ও পদ্ম। (পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে ২) 'বন্দে মাতরম্।'

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

রাজপথ।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, খৃষ্টান ইত্যাদি।

সকলে।

গীত।

যদি জেগেছ আর যেন ঘুমায়ো না।
এ উদ্যম অনুরাগ ফুরায়ো না॥
যুক্ত করে আজি দীনজন মাগে,
(মোরা) কোন্ বংশোদ্ভব, মনে যেন জাগে,—
(আর) "রাংতা" লভিতে যেন রত্ন বিকায়ো না।
পরদেশ পরিহরি, নিজ গৃহে চাও,
পূরব গৌরব ধ্বজা গগনে উড়াও,
পরমুখ পানে আর চাহিয়ো না॥

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—০—

রাজপথ।

(গৌর হরি।)

গৌর। (স্বগত) কল্‌কেতা খুঁজলুম, এ আজবসহর খুঁজলুম কোথাও তো হদিস্ পেলুম না। জেলের ছেলে, সহরে এসে শেষে গুলিয়ে গেল না কি!—মরণ কোম্পানির বাবু হ'য়ে বসে যায়নি তো!

(গঙ্গাস্নানবেশে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ।

আরে অবসর বাবু যে!—এ সাজে কোথায়?

ভদ্র। আজ আশ্বিনের ৩০শে; বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের জন্য রাখিস্নান। সমস্ত বাঙ্গালার লোক গঙ্গাস্নান ক'রে রাখি বাঁধ্‌বে, আর কলার করে থাক্‌বে; তাই গঙ্গাস্নানে চলেছি।

গৌর। তা হ'লে খালি পৃথিবী নয়; আমাদের সমাজ শুদ্ধ গোলাকার

ভদ্র। সমাজ গোলাকার কি?

গৌর। বলি, এক জায়গা থেকে জাহাজ ছাড়লে, ঘুরে ফিরে সে জাহাজ আবার সেই জায়গায় পোঁছে, তাই পৃথিবী গোলাকার তো'!

ভদ্র। অবশ্য।

গৌর। তেমনি হিঁদুর ছেলে হ'য়ে এই হিন্দু সমাজ থেকে তোমারা কোথায় ছট্‌কে পড়েছিলে, আবার দেখ্‌ছি ঘুরে ফিরে এসে ঠিক পোঁছোচো। কাজেই প্রমাণ হ'চ্চে হিন্দু সমাজও গোলাকার।

ভদ্র। ক্রমে দেখা যাচ্চে, হিন্দু-শাস্ত্রের সব পাকা বন্দোবস্ত আছে। মাঝে নূতন ইংরাজি শিখে, মাথা গরম হ'য়ে লোকে গুলিয়ে ফেলেছেন।—এ হিন্দু সমাজকে আবার দাঁড় করাতে হবে। এক জন সমাজপতির আবশ্যক।

গৌর। গোড়ায় গলদ ক'রে ব'স না। হিন্দুর ঘরে বিধবার বিয়ে হয় ন।

ভদ্র। সমাজপতি না হ'লে কি সমাজ গড়া যায়?

গৌর। তা হ'লে নূতন ক'রে আর একটা সমাজ গোড়ছো; ও টেঁক্‌বে না।

ভদ্র। নূতন নয় হে! সেই বকেয়া সমাজই রিপু করবার চেষ্টা করছি।

গৌর। তা হ'লে সমাজপতির আর আবশ্যক নেই। হিন্দুর নূতন বাপের দরকার হয় না। ছেলেরা লায়েক হলেই মার দুঃখ ঘুচে।

ভদ্র। তুমি বুঝছো না। সমাজপতি না হ'লে সমাজ গড়া যায় না।

[প্রস্থান।

গৌর। এখনও ইংরাজি নেশা পুরো কাটে নি দাদা! আরও দু'দিন যাক্, ক্রমে পুরো জ্ঞান আস্‌বে। তখন বুঝ্‌বে হিন্দুসমাজের নিয়ম পুরো পাকা।

(সিগারেট মুখে নটবরের প্রবেশ।)

নট। গৌর হরিবাবু! এখানে কোথায় হে?

গৌর। আরে কে ও? নটবর নাকি? একেবারে ভোল ফিরিয়ে ফেলেছ দেখ্‌ছি। বিলিতি জুতো পায়ে, সার্ট গায়ে, কোঁচান কাপড় পরা, বুকে কোঁচান উড়ুনি বাঁধা!

নট। এই দেখ। তুমি তখন ঢের ঠাট্টা বট্‌কেরা ক'রেছিলে। যেমন দরখাস্ত করা, অমনি চাক্‌রী। সায়েবে বল্‌ছে বাবু, বেয়ারায় বল্‌ছে বাবু! গাড়োয়ানে বল্‌ছে বাবু; একেবারে বাবুর ছড়াছড়ি। কত কায়েস্থ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বস্‌ছি, দাঁড়াচ্চি, খাচ্চি, দাচ্চি। খালি যা গঙ্গা পেরুতে হয়। তা এবারে ওপারেই বাসা নেব।

গৌর। তুমি যেখানে চাক্‌রী কর্‌ছো, ওখানে বামুন কায়েত্ যারা ছিল, সব চলে গেছে। এখন আছে কেবল হাড়ি। হাড়ি না হ'লে এখন সেখানে চাক্‌রী ক'রে না — তা শ্রীমুখে সিগারেট কেন? ধর্ম্মঘটের কথা জানতো।—ওটা ফেলে দাও।

নট। ফেল্‌বো কেন? কিন্‌তে পয়সা লাগে নি?

গৌর। কেন বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই। তা যদি থাক্‌তো, তা হ'লে ও আফিসে চাক্‌রী করতে ঢুক্‌তে না। এখনি ছোক্‌রারা কেউ দেখ্‌তে পেলে অন্নাত্য বাধাবে,—ফেলে দাও।

নট। অন্যাত্যে বাধায় ঢের শালা !—আমাদের সায়েব বলেছে, যে কিছু বল্‌বে, অমনি ধরে পুলিসে দিবে।

(কাপড়ের বস্তা লইয়া কতিপয় বালকের প্রবেশ।)

১ম বা। (নটবরের প্রতি) মশাই ! আপনার ভদ্রলোকের মত পোষাক পরা দেখ্‌ছি; কিন্তু ব্যবহারে ছোটলোকেরও বেহদ্দ দেখ্‌ছি যে !

গৌর। আকরে টানে বাবা !—পোশাক বদ্‌লালেই কি ছাঁচ বদ্‌লায় !

নট। দেখ গৌরহরি বাবু ! সাবধানে কথা কয়ো বল্‌ছি।

২য় বা। ভাল চান্ তো এখনি সিগারেট ফেলে দিন, তা না হ'লে—

নট। তা না হ'লে কি ? আমি কোন্ ব্যাটার তোয়াক্কা রাখিরে ব্যাটারা ?

১ম বা। বটে !—তবে এই ! (নটবরের গালে চড় মারিয়া সিগারেট ফেলিয়া দেওন।)
ভাল মানুষি ক'রে ফেল্‌তে, তা হ'লে আমরা দাম দিতুম, কিন্তু তোমার যেমন ব্যবহার তেমনি ফল।—এ কাপড় গুলো পোড়াতে হবে, চল একটা দেশালাই দে'খ।

[বালকগণের প্রস্থান।

নট। আমার গালে চড় ! জান, আমি কোন্ কোম্পানির চাকর ? পাহারওলা !—পাহারওলা।

[প্রস্থান।

গৌর। ওহে নটবর ! অমন কায করো না। চড়ের ওপর দিয়েই যাক্ ; বাড়বাড়ি করো না। ভাল মানুষের ছেলেটীর মত

(প্রস্থান।)

(পদ্মলোচনের সহিত প্যাথমচাঁদের প্রবেশ।)

প্যাথ। এই যে পদ্মলোচন ! আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে হাল্লাক ! খবর কি ?

পদ্ম। খবর আর কি ? এই গ্যাখেন পাঁচ হাজার ট্যাকার নোট গাঁট দিয়ে বাঁধছি।—আপনার নকড়ীর ভূত ছাড়ায়ে দিইচি। রাজাবাবু নকড়ীর বিয়া আপনকার সাথেই দিবে, ঠিক হয়েছে ! আপনার বাড়ীকে নোক গিয়েছে ডাক্ দিতে।

প্যাথ। বাঃ বাঃ পদ্মলোচন ! তুমি একটা জিনিয়াস্ বটে। চল, আমাদের বাড়ী তোমায় নিয়ে যাই। আজ ভাল ক'রে তোমায় কালিয়া পোলাও খাওয়াব।

পদ্ম। তা চলেন, খাওয়ান দাওয়ানে আমি খুব রাজি।

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে। বন্দে মাতরম্। বন্দে মাতরম্।

(রেডক্স সাহেবের প্রবেশ।)

রেড। Hallo ! What's this ! These beastly howlings increase day by day !—Do I dream ? I notice germs of unity amongst the Bengali cowards !

(জনৈক যুবকের প্রবেশ।)

এ্যায় !—টোম্ কাম্ করনে মাংটা ?

যুব। Off with your airs !

রেড। Is that so ?—What are you ? A graduate ?

যুব। I should think so !

রেড। Then you will do me a nice Khit or Khansama—I am without either for the last two days.

যুব। You should learn manners to speak to a gentleman.

রেড। Gentleman indeed! Have coolies turned to be gentlemen now a days?

যুব। I warn you not provoke me or I shall take all the airs out of you.

রেড। Bloody rascal! take that for your impertinence! (পদাঘাত) now go to your Surendra Nath Banerjee.

যুব। Then here is the re-action! [প্রহার।

রেড। Murder! Murder! Help! Help!—My—

যুব। I am no murderer; but I know how to avenge my wrongs, instead of submitting meekly to insult like so many cowards! [প্রস্থান।

রেড। Help! Police!

(জেলার সাহেবের প্রবেশ।)

জেলার। Who cries for help?—You! Are you not the same man, I met with a few days ago?

রেড। Yes, a piece of him! A Mutineer has just unburdened me of a few teeth of mine!

জেলার। Ha! Ha! Well done! Now I hope

you will learn manners and respect these Indians, who were once the model of civilization !

রেড। My senses may improve Sir ! But I won't get back my precious teeth at this age.

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। বন্দে মাতরম্।

নেলার। Lowder boys ! lowder still ! so that your voice may reach His majesty the Emperor and knock at the gate of his heart, who will surely remove your grievances and baffle so many traitors, who always misrepresent you. —O India ! Mother of art, Industry, Religion and Civilization ! How I admire and adore thee like so many children of thine ! প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রাজপথ।

(কাপড়ওয়ালা ও কাপড়ওয়ালী)

গীত।

উভয়ে—দেশী কাপ্‌ড়া—বাবুসাব্ দেশী কাপ্‌ড়া।
পুরুষ—দেশী মিল্‌মে বনা হুয়া হ্যায়, পরদেশীসে আচ্ছা,
স্ত্রী—পাট মিশালা নাহি কুচ্ ইস্‌মে,—
দেশী সূতি সাঁচ্চা;
উভয়ে—দেশী কাপ্‌ড়া—বাবুসাব্ দেশী কাপ্‌ড়া॥
স্ত্রী—উম্‌দা জমিন্ মিহিন্ সূতি,
পুরুষ—রং বেরংকা সাড়ী ধূতি,
উভয়ে—উম্‌দা উম্‌দা পাড় বনায়া,
দাম্‌ভি নেহি চড়া।
দেশী কাপ্‌ড়া—বাবুসাব্ দেশী কাপ্‌ড়া।

পুরুষ—ইস্ 'মুলুক্‌কা "ঢাকা মস্‌লিন,"
স্ত্রী—এ দুনিয়ামে হুয়া সব্ চিন ;—
উভয়ে—ইস্‌কা আদমি লেতা পরচিজ্,
আপনা ঘরচিজ্ ছোড়া।
দেশী কাপ্‌ড়া—বাবুসাব্ দেশী কাপ্‌ড়া।
স্ত্রী—ঘরকা রোটী পরকো দেতা,
আপনা মায়ী ভূকে রোতা ;
পুরুষ—এলেম লেকে উল্লু হোতা,
নাহি কৈ ইস্ জোড়া॥
উভয়ে—দেশী কাপ্‌ড়া—বাবুসাব্ দেশী কাপ্‌ড়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গৌরহরি ও নটবরের প্রবেশ।)

গৌর। তখন তোমায় পৈ পৈ করে বারন করেছিলেম, কল্‌কেতায় চাক্‌রী করতে যেও না। পাঁচ সাতশো টাকা মাহিনের কেরাণীরা চাল বজায় রাখ্‌তে গিয়ে দেনায় হাবু ডুবু খাচ্চে, তাতে তোমার ও পোনের টাকায় কি হবে? তুমি তখন চটেই লাল!

নট। একজন ফিরিঙ্গী দশো টাকা ঘুষ নিয়ে দরখাস্ত লিখে দিলে। আপিসে, একটা ফিরিঙ্গী পেয়ে, একটা ছুতো তুলে, আমায় তাড়িয়ে দিলে। সে ফিরিঙ্গী ব্যাটার নামে নালিস করবো।

গৌর। আর নালিসে কায নেই। ঐ নালিসে নালিসেই আমাদের ভিটে মাটি গেল। ফিরিঙ্গীর নামে নালিস ক'রে

কাউকে কখন জিততে দেখেছ? শেষ পিয়াজ পয়জার দুই হবে। দেশে গিয়ে জাতব্যবসা আরম্ভ করে দাও। একটা "ফ্লাইসাটল" কিনে কাপড় বোনগে, কম খরচে হবে। কোন বিষয় অসুবিধা হয়, পাঁচজনের কাছে পরামর্শ নিও।

নট। ঐ যে কি বল্লে, ওর দাম কত?

গৌর। দাম সামান্য ২৫।৩০ টাকা। দিনে এক জোড়ার বেশী কাপড় হবে।

নট। তাই করবো।—আর ওদের জালে পড়ছি নে। রাজা মাথায় থাকুন; দেশের চাষ আর ব্যবসা বজায় থাকুক, কোন সালার আর তোয়াক্কা রাখিনি।—তা সুতোর কি হবে? সুতো তো এখানে ভাল জন্মায় না?

গৌর। মিথ্যে কথা! যে দেশের সুতো থেকে ঢাকা মসলিন হয়, সেখানে সুতো ভাল জন্মায় না?—ও জুচ্চুরি কথা! লোকে আর কষ্ট করে না। তাই অনভ্যাসে এখন সে রকম পারেও না। আবার অভ্যাস কর; আবার সব হবে।

নট। যা বলেছ দাদা! আমার জমি আছে, তূলোর আবাদ করবো, চরকা আছে, সুতো কাটবো, আর ঐ সাটোল কিনে কাপড় বুনবো।—ঝাঁটা মারি চাকরির মুখে! আমার পয়সা খায় কে?

[প্রস্থান।

গৌর। সমস্ত ভারতের লোক কবে এই কথা বলে, এ সর্ব্বনেশে চাকরীর মুখে পদাঘাত করতে সাহস করবে? সাহেবি পোষাক ছেড়ে কবে আবার দেশের লোকে স্বদেশোৎপন্ন মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে

করবে?—হিন্দু কবে আবার যাগযজ্ঞ করে দেশের লোককে অন্ন দেবে? দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করবে?

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্ক। কেও! গৌরহরি বাবু নাকি?—কোথায় হে?—নারায়ণ!

গৌর। যাচ্চি, কলকেতা বাগবাজারের রায় পশুপতিনাথ বসুর বাড়ী; তুমি যাবে না?

শঙ্ক। থ্যাট আছে নাকি?—নারায়ণ!

গৌর। তুমি কি কোন খবর রাখ না? আজ যে সেথার ভারি কারখানা! বাঙ্গলার সমস্ত লোক অন্ততঃ এক দিনের ক'রে রোজগারের টাকা দান করবে।

শঙ্ক। দেবে কার হাতে?—সে টাকায় হবে কি?—টাকা দিগে বিশ্বেস কারে?—নারায়ণ!

গৌর। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের নাম শুনেছ? মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী মহারাজ মনীন্দ্রনাথ নন্দীর নাম শুনেছ? নাটোরের রাণী ভবানীর বংশধর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাম শুনেছ; ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র রায় মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুরের নাম শুনেছ? পাইকপাড়ার কুমার সতীশচন্দ্র সিংহের নাম শুনেছ? ঠাকুর বাড়ীর গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ?—আর কত নাম করবো?—এঁরা সবাই টাকা নিচ্চেন। সে টাকায় দেশের সুতো, কাপড়, এই সব তৈয়ারি হবে। তুমি তো সুদ্ খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করেছ,—কিছু দেবে চল।

শঙ্ক। আমি গরিব মানুষ কোথায় কি পাব ভাই?—নারায়ণ!

(দুই জন দরিদ্র ব্যক্তির প্রবেশ।)

১ম দঃ। মশয়! বাগবাজারের রায় পশুপতি বসু মহাশয়ের বাড়ী যাব কনে?

গৌর। আমরা সেথায় যাচ্চি, আমাদের সঙ্গে এস। তোমরা কিছু দিতে যাচ্চ না কি?

১ম দঃ। দ্যাশের কার্য্যে দিবো না তো দিব কিসে? আমাগর হাতে কিছু পয়সা ছিল না। আমার পরিবারের মাকৃরী আর এনার পুতের রূপার চাবিছিক্লি বিচে এই কয় টাহা আনছি। দ্যাশের লোক তো বাঁচুক, গহনা না হয় পরে তৈয়ার করায়ে দিব।

গৌর। (গদগদ বচনে) ভাই! তোমরা যে জাত হও, তোমরা দেবতা। আমায় তোমাদের একটু পায়েব ধূলা দাও; আশীর্ব্বাদ কর, তোমাদের স্বদেশানুরাগের কণামাত্রও যেন আমার হৃদয়ে জন্মায়।

(পদধূলি লইতে অগ্রসর হওন

১ম ও ২য় দঃ। (সঙ্কুচিত হইয়া) হাঁ, হাঁ, করেন কি? করেন কি? অপরাধী করবান না।

গৌর। তোমরা দেবতা!—তোমাদের অপরাধ কিসের? জান, আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্মণ আছে, যারা পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে চায়, আপনার ইষ্টের জন্য পরকে গলা টিপে মারতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা দেখুক এই হীন, অশিক্ষিত, ইতর জাতীর হৃদয়ে কত মহত্ত্ব!

শঙ্ক ! নারায়ণ !

গৌর। শঙ্কর !—শুনলে ?

শঙ্ক। আর লজ্জা দিও না। আমার বাড়ী হয়ে চল। টাকা পঁচিশ নিয়ে যাচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

—*—

রায় পশুপতিনাথ বসুর বাটী।

(লোকারণ্য।)

১ম লোক। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, মাড়োয়ারি! এস ভাই, আজ সকলে একত্রিত হয়ে ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলের জন্য যার যেমন সাধ্য জাতীয় ভাণ্ডারে দান কর। অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত হ'বে; অনন্ত স্বর্গের পথ উন্মুক্ত হ'বে। ভাই ভারত-বাসি! আমাদের এমন দিন আর হবে না। আজ ভারতের সকল রত্ন একসূত্রে গ্রথিত। জগৎবাসী, এ রত্নমালার কি সৌন্দর্য্য দেখে যাও।— এমন অমূল্য রত্নহার আর কোথাও আছে কি? ভারতবাসীর মধ্যে—বাঙ্গালীর মধ্যে একতা আছে কি না, ভারতবিদ্বেষী যে যেথায় আছ, আজ চাক্ষুষ দেখে যাও! আজ হিন্দু মুসলমান একপ্রাণ; একই জাতীয় স্বার্থে জড়িত।— ভারতবাসী যে যেখানে আছ, এস!

সয়তানের কুমন্ত্রণায় আর ভুলো না। এস ভাই! দ্বেষাদ্বেষি, মনোমালিন্য, আত্মনিগ্রহ, সবছেড়ে—এস আজ জননীর চরণ সেবায় কায়মনোপ্রাণ উৎসর্গ কর। সবাই মিলে, প্রাণখুলে একবার বল ভাই—"বন্দে মাতরম্।"

সকলে। বন্দে মাতরম্!

গীত।

"বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং,

শস্যশ্যামলাং, মাতরম্।

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং,

ফুল্ল-কুসমিত-দ্রুমদল শোভিনীং,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,

দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে,

কে বল মা তুমি অবলে!

বহুবল ধারিণীং, নমামি তারিণীং

রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে !
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারিই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশ-প্রহরণ ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরং।
বন্দে মাতরং।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং,
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

(যবনিকা পতন।)